মিটিং মিনিটস্

অদ্য ০৭-০২-২০১৯ ইং রোজ বৃহস্পতিবার আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর ত্রিশাল ট্রেনিং সেন্টারে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিয়মিত মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিং এ যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় ও যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় তা নিম্নে ক্রমানুসারে দেওয়া হল।

- **শুভেচ্ছা বক্তব্য ঃ** সভার শুরুতে ডি.ডি(এম.এফ) মহোদয় ভাষা শহীদদের স্মরণ করেন ও তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ও আগামী দিন গুলো যেন সকলের ভাল ভাবে কাটে এই শুভ কামনা করে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।
- **পূর্বের সভার রেজুলেশন পাঠ ও তা অনুমোদন ঃ** ডি.ডি.(এম.এফ) মহোদয় গত মাসিক মিটিং এর রেজুলেশন পাঠ করেন ও তা অনুমোদন করেন।
- **উন্নয়ন কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা ঃ** বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এন.জি.ও এর ভুমিকা নিয়ে আলোচনা করেন ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের বর্ণনা করেন। একজন উন্নয়ন কর্মী হিসাবে এন.জি.ও কর্মীর কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য তার বর্ণনা করেন।
- ঋণী যাচাই ঃ বকেয়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার জন্য সঠিক ঋণী যাচাই করতে হবে। সঠিক ভাবে ঋণী যাচাই না হওয়ায় বকেয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সঠিক ভাবে ঋণী যাচাই করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। ঋণী যাচাই অবশ্যই সরজমিনে গিয়ে যাচাই করতে হবে, সদস্যর বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে। ঋণী যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই ওভারলেপিং ও সিন্ডিকেট ঋণ বিতরণ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- **সমিতির শৃংখলা ঃ** অডিট রিপোর্ট, মনিটরিং রিপোর্ট এবং ডিপিএস রিপোর্ট এর মাধ্যমে জানা যায় যে অনেক শাখায় সমিতি পর্যায়ে শৃংখলার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। যে সকল শাখার সমিতি পর্যায়ে শৃংখলার ঘাটতি রযেছে সেই সকল শাখার উক্ত সমিতিগুলোতে এরিয়া ম্যানেজার এবং শাখা ব্যাবস্থাপক কর্তৃক পরিদর্শন করে, সদস্যদের গ্রুপ ভিত্তিক বসিয়ে মিটিং এর মাধ্যমে সমিতির শৃংখলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও সমিতির পরিচালনা কমিটিকে আরো সক্রিয় করা এবং প্রয়োজনে নতুন কমিটি গঠন করে হলে ও সমিতির শৃংখলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়াও যদি প্রয়োজন হয় তা হলে সমিতির স্থান পরিবর্তন করে সমিতির শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে।
- **সমিতি পরিদর্শনের নতুন ফরমেট নিয়ে আলোচনা ঃ** সমিতি পরিদর্শন কালে সকলকে সমিতি পরিদর্শনের যে নতুন ফরমেট দেওয়া হয়েছে তা সঠিক ভাবে পূরন করে যথাযথ সংরক্ষণ করতে হবে। অনুপস্থিত সদস্যদের সরজমিনে যাচাই করে মন্তব্য লিখতে হবে এবং যথাযথ তথ্য দিয়ে সমিতি পরিদর্শন ফরম পূরন করে সংশ্লিষ্ট শাখার ফাইলে জমা রাখতে হবে। পরিদর্শনকৃত সমিতিতে ঋণী যাচাই থাকলে সরেজমিনে যাচাই করে যথাযথ তথ্য দিয়ে সমিতি পরিদর্শন ফরম পূরন করতে হবে। সরজমিনে যাচাই না করে সমিতি পরিদর্শন ফরম পূরন করা যাবে না অথবা সমিতি পরিদর্শন ফরম পূরন না করে বা আংশিক পূরন করে ফাইলে রাখা যাবে না।সঠিক নিয়মে সমিতি পরিদর্শন ফরমেট পূরণ করার জন্য সকলকে পরামর্শ দেয়া হয় ।
- **সাপ্তাহিক স্টাফ মিটিং সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** শাখা পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে শাখা পর্যায়ে সাপ্তাহিক স্টাফ মিটিং কার্যকর ভাবে করা হয় না ও সঠিক ভাবে রেজুলেশনে তা উল্লেখ করা হয় না। সাপ্তাহিক স্টাফ মিটিং এ সাপ্তাহিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও আগের সপ্তাহের লক্ষ্যমাত্রা কতটুকু অর্জন করা হয়েছে তা রেজুলেশন খাতায় উল্লেখ করা হয় না । লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যে পরিমান ঘাটতি থাকে তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং সঠিক ভাবে রেজুলেশনে তা উল্লেখ করতে হবে। সাপ্তাহিক স্টাফ মিটিং এর গুরত্ব ও কার্যকারিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সঠিক ভাবে সাপ্তাহিক মিটিং করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন সংস্থার ডি.ডি. (প্রশাসন) মহোদয়। এ ছাড়াও প্রতিদিন সকালে ফিল্ডে বের হবার পূর্বে কমপক্ষে দশ মিনিট মিটিং করে দৈনিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও পূর্ব দিনের লক্ষ্যমাত্রা কতটুকু অর্জন করা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করতে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

- সাপ্তাহিক ষ্টাফ মিটিং এর আপ্যায়ন বাবদ বরাদ্ধ ছিল জন প্রতি ১০/-(দশ)টাকা। ডি.ডি. (এম.এফ) মহোদয়ের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সাপ্তাহিক স্টাফ মিটিং এর আপ্যায়ন বাবদ জন প্রতি ১০/- (দশ) টাকা থেকে বৃদ্ধি করে জন প্রতি ৩০/- (ত্রিশ) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে । যাহা ৯ ফেব্রেয়ারী/২০১৯ ইং মাস থেকে প্রদানের ঘোষণা করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়।
- **রি-সিডিউল ঋণ বিতরন সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** অডিট রিপোর্ট, মনিটরিং রিপোর্ট এবং ডিপিএস রিপোর্ট এর মাধ্যমে জানা যায় যে কোন কোন শাখায় রি-সিডিউল ঋণ বিতরন করা হয়েছে। রি-সিডিউল ঋণ বিতরন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের জন্য হুমকী স্বরূপ। তাই রি-সিডিউল ঋণ বিতরন থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। কেহ যদি রি-সিডিউল ঋণ বিতরন করে থাকেন এবং তা প্রমানিত হয় তা হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। এমন কি তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হতে পারে।
- **সদস্যর অনুপস্থিতিতে ঋণ প্রস্তাব করা সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** সমিতিতে সদস্য উপস্থিত না থাকলেও অনেক সময় ঋণ প্রস্তাব করা হয় যা সমিতির অন্যান্য সদস্যরা এমন কি সমিতির সভানেত্রী পর্যন্ত তা জানে না। এমন ঋণ প্রস্তাব করা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। যদি কেহ সদস্যের অনুপস্থিতিতে ঋণ প্রস্তাব করে তা হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। ঋণ বিতরন প্রক্রিয়া সঠিক ভাবে যাচাই করার জন্য বি.এম দেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। যাচাই ছাড়া যেন কোন ঋণ বিতরন না হয় সে দিকে নজর দেওয়ার জন্য বি.এম দেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। ঋণী যাচাই এর সময় যাচাইকারীকে অবশ্যই রেজুলেশন যাচাই করতে হবে যে ঋণ প্রস্তাব সঠিক হয়েছে কি-না, সঠিক ভাবে তা রেজুলেশনে উল্লেখ করা হয়েছে কি-না, সদস্য সমিতিতে উপস্থিত হয়ে ছিল কি-না, এবং অন্যান্য সদস্য তা জানে কি-না।
- **গ্রেস পিরিয়ডে কিস্তি আদায় সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** অডিট রিপোর্ট, মনিটরিং রিপোর্ট এবং ডিপিএস রিপোর্ট এর মাধ্যমে জানা যায় যে অনেক সময় গ্রেস পিরিয়ডে কিস্তি আদায় করে ক্রেডিট অফিসার তা আত্মসাৎ করে। কেহ যদি গ্রেস পিরিয়ডে কিস্তি আদায় করে থাকে এবং তা আত্মসাৎ করে এমন প্রমানিত হয় তা হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। সমিতি কালেকশনের দিন ঋণ বিতরন করতে হবে এবং ঋণ বিতরণের সময় সদস্যকে ভাল ভাবে অবহিত করতে হবে যে, কোন সপ্তাহ থেকে তার কিস্তি শুরু হবে তা সদস্যকে অবগত করে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ঠ সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- **ত্রৈমাসিক ব্যালেন্সিং সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** ত্রৈমাসিক ব্যালেন্সিং পাশবই ছাড়া করা যাবে না। পাশবই দেখে ত্রৈমাসিক ব্যলেন্সিং করতে হবে। ডিপিএস এর ও ত্রৈমাসিক ব্যালেন্সিং করতে হবে। পাশবই ছাড়া যদি ত্রৈমাসিক ব্যালেন্সিং করা হয় তবে তাহার বিরুদ্ধে অফিসিয়াল ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ সদস্যদের পাশবই না পাওয়া গেলে তা রেজিষ্টারে তালিকা করে রাখতে হবে।
- **দূর্বল কর্মীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** শাখায় যে সকল ক্রেডিট অফিসার দূর্বল বলে মনে হয় তাদের তালিকা করে প্রধান কার্য়ালয়ে পাঠানোর জন্য সংশ্লিষ্ট এরিয়া ম্যানেজার ও শাখা ব্যবস্থাপক গণকে নির্দেশ প্রদান করেন। দূর্বল কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণের তারিখ পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে আলোচনা করা হয়।
- **ত্রৈমাসিক সমিতি পরিদর্শন রেজিষ্টার সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** কোন কোন শাখায় দেখা যায় যে শাখা ব্যবস্থাপকের ত্রৈমাসিক সমিতি পরিদর্শন রেজিষ্টার নাই। শাখা ব্যবস্থাপকের সমিতি পরিদর্শনের কোন সঠিক পকিল্পনা নেই। যে সকল শাখায় ত্রৈমাসিক সমিতি পরিদর্শন রেজিষ্টার নাই সে সকল শাখা ব্যবস্থাপকদেরকে ত্রৈমাসিক সমিতি পরিদর্শন রেজিষ্টার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। প্রতি চার মাসের মধ্যে কমপক্ষে এক বার করে শাখার সমস্ত সমিতি পরিদর্শন করতে হবে বলে নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- **গ্যাস সিলিন্ডার ক্রয় সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** যে সকল শাখায় অফিসিয়াল ভাবে গ্যাস সিলিন্ডার দেয়া হয়নি সেই সকল শাখায় গ্যাস সিলিন্ডার অনুমোদন সাপেক্ষে ক্রয় করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একটি শাখার জন্য ১২ কে.জি (ছোট) গ্যাস সিলিন্ডার যার মূল্য সর্বোচ্চ ২২০০/- (দুই হাজার দুই শত) টাকা ও একটি চুলা যার মূল্য সর্বোচ্চ ১২০০/- (এক হাজার দুই শত) টাকা ক্রয় করতে পারবে। প্রতি মাসে অফিস গ্যাস রিফিল বাবদ সর্বোচ্চ ১১০০/- (এক হাজার এক শত) টাকা করে দিবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- **নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের বক্তব্য ঃ** নির্বাহী পরিচালক মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কিছু প্রশ্ন দিয়ে উনার বক্তব্য শুরু করেন। নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের প্রশ্ন সমূহ হলঃ- (১) বকেয়া বৃদ্ধি পায় কেন? (২) কত দিনে মধ্যে বকেয়া আদায় হবে? (৩) সাপ্তাহিক স্টাফ মিটিং কার্যকর হয় না কেন? এই সকল প্রশ্ন শেষ করে তিনি বলেন যার যার সমস্যা তাকেই সমাধান করতে হবে । কোন ভাবেই চলতি কিস্তি ফেলে রেখে অফিসে আসা যাবে না।

  উক্ত প্রশ্ন গুলোর সমাধান নিয়ে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় বিস্তারিত আলোচনা করেন ও দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য প্রদান করেন। নির্বাহী পরিচালক মহোদয় বকেয়া আদায় ও বকেয়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করার নির্দেশ প্রদান করেন। সমিতিতে সদস্যদের উপস্থিতি বৃদ্ধি, গ্রুপ ভিত্তিক বসা ও গ্রুপ ভিত্তিক কিস্তি কালেকশন করার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেন। সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সমিতির কার্যকারী কমিটিকে আরো সক্রিয় করার পরামর্শ প্রদান করেন।

বিশেষ বার্তা ঃ নির্বাহী মহোদয় বকেয়া বৃদ্ধি নিয়ে শংকা প্রকাশ করে বলেন, ২০১১ সালের পূর্বে আমাদের কোন বকেয়া ছিল না অর্থাৎ ১৫ বছর আমরা বকেয়া মুক্ত ছিলাম,আমরা কোন দিন ফেল করি নাই আর এখন দিন দিন প্রচুর বকেয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন আমরা মনে হয় আমাদের নীতি থেকে দুরে চলে আসছি । সর্বশেষ তিনি বলেন কোন ভাবেই শাখা পর্যায়ে ক্রোডট অফিসার ও ইডিও গন চলতি কিস্তি মাঠে বকেয়া ফেলে অফিসে আসতে পারবেনা । যে কোন ভাবেই তাকে কিস্তি নিয়ে অফিসে আসতে হবে। যাহাদের কিস্তি ফিল্ডে আটকে যাবে তাদেরকে এম.আই.এস. অফিসার, ইডিও,এবং বিএম সাহেব কিস্তি আদায়ে সহযোগিতা করবেন এমনকি এরিয়া-ম্যানেজার সাহেব ও কিস্তি আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন। প্রয়োজনে ডিডি (এম.এফ) কে অবগত করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ।আজকে থেকে আমদের স্লোগান হবে ''চলতি কিস্তি বকেয়া রেখে অফিসে আসবনা" ।

বিবিধ আলোচনা ঃ উপরোক্ত আলোচনা ছাড়াও মিটিং এ আরো যে সকল বিষয়ে আলোচনা হয় তা হল তথ্য গোপন, আর্থিক চাহিদা ও ঘাটতি, আংশিক সঞ্চয় দিয়ে কিস্তি আদায় ইত্যাদি।

অতপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সাহেব সকলের সুস্বাস্থ্য ও সংস্থার কর্মসূচীর সমৃদ্ধি *কামনা করে এবং* সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ধন্যবাদান্তে

লায়ন আলহাজ্ব মোঃ আবদুর রশিদ
নির্বাহী পরিচালক
আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন